দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... .. SEP. 17 1999.

পৃঃ ২ ৫

একটি বিস্ময়কর নির্দেশনামা

গত জুন '৯৯ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশনামা দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। উক্ত নির্দেশনামায় সকল সরকারী অফিসের মত সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখতে বলা হয়েছে এবং দেশের সকল সরকারী/ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের প্রধান/ শিক্ষক/ কর্মচারীগণকে উক্ত নির্দেশ মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অতঃপর ২১-৭-৯৯ তারিখে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাঃ ৮/১০ এম১/৯৫/৩৭৩/১(৮), শিক্ষা তাং ৬-৭-৯৯-এর নির্দেশক্রমে প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা অপর একটি পরিপত্র জারি করেন। উক্ত পরিপত্রে বলা হয়েছে ঃ "সরকারী/ বেসরকারী প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজের বিষয় ও ক্লাসওয়ারী Lesson Plan তৈরী করতে হবে।"···· এবং "বিদ্যালয়/ কলেজে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিক্ষকগণকে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনে ক্লাস রুটিন পুনঃবিন্যাস করা যেতে পারে" ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ (১) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটানা ৮ ঘন্টা (কিছু সময় বিরতি ছাড়া) স্কুলগুলোতে ক্লাস চালু রাখতে হবে কি না? অথবা ৯টায় শুরু হয়ে রুটিন অনুযায়ী নিজ নিজ ক্লাস শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা চলে যাবে তবে অফিস খোলা থাকবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত? (২) স্কুল পর্যায়ে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্লাস চালু রাখা কি শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার নয়? (৩) যদি স্কুলের ক্লাস সকাল ৯টায় শুরু করে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চালু রাখতে হয় তবে ছাত্র-ছাত্রীদের সকাল ৮টার কিছু পরেই বাসা থেকে রওয়ানা হতে হবে এবং ছুটি শেষে বাসায় পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা ৬টা বাজবে (অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বেশ দূর থেকেও স্কুলে যাতায়াত করতে হয়)। এমতাবস্থায় তারা দুপুরে খাবে কোথায়? (৪) যদি মনে করা হয় বাসা থেকে আসার সময় তারা খাবার নিয়ে আসবে তবে আমাদের দেশের কতজন অভিভাবকের পক্ষে তাদের সন্তানদের জন্য অত সকালে দুপুরের খাবার প্রস্তুত করে দেয়া সম্ভব হবে? তাছাড়া সকালের আনা উক্ত ঠাণ্ডা খাবার শত শত ছেলে-মেয়ে টিফিন পিরিয়ডে খাবে কোথায়? স্কুলের মাঠে বসে? শ্রেণীকক্ষে? (৫) যদি ক্লাসসমূহ দুই শিফ্‌ট-এ ভাগ করা যায় তবে প্রথম শিফ্‌ট-এর ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটির পরে কোন শিক্ষকের দ্বিতীয় শিফ্‌ট-এ ক্লাস না থাকলেও তাঁকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাধ্যতামুলকভাবে বসে থাকতে হবে কেন? 'ক্লাস রুটিন পুনঃবিন্যাস' করেই বা তাঁকে আটকে রাখতে হবে কেন? এসব বিষয়ে উক্ত অভূতপূর্ব নির্দেশনামায় সুস্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। কেবল বেলা ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আটকে রাখলেই কি শিক্ষার মান বাড়বে? উল্লেখ্য ইংরেজ আমলে এবং পরবর্তীকালেও প্রায় সকল স্কুল বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখা হোত। তখন স্কুলগুলোতে পড়াশুনার মান বর্তমানের চেয়ে বরং উন্নত ছিল। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি কিন্তু বাস্তবে অগ্রসর হতে পেরেছি কতটুকু? এবার কলেজ প্রসঙ্গে আসা যাক। কলেজগুলো সাধারণত ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে সরকারী বেসরকারী কোন কলেজেই সকল শিক্ষককে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বসে থাকার প্রয়োজন হয় না। জেনারেল ক্লাস শেষে দু'একটি টিউটোরিয়াল ক্লাস তাঁরা নিতে পারেন। তার পর? ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ ক্লাস শেষে চলে যাবার পর শিক্ষকরা স্কুল বা কলেজ প্রাঙ্গণে বসে থেকে কি করবেন? Lesson Plan তৈরী করবেন? সে জন্য স্কুল-কলেজে বসে থাকার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করবেন? আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগারের দৈন্যদশা কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। এমন অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা সমৃদ্ধ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপককে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। তিনি দৈনিক মোট কত ঘন্টা ক্লাস নিতে পারেন? এ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক ভালোভাবেই অবগত আছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ তিনি নিজে মূলতঃ একজন প্রফেসর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তবুও তাঁর স্বাক্ষরে যখন এ জাতীয় অবাস্তব ও শিক্ষকদের প্রতি অবমাননাকর নির্দেশ জারি করা হয় তখন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না, কারণ এ নির্দেশনামায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। স্মরণ রাখা দরকার, স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ কোন অফিসের আমলা বা কর্মকর্তা-কর্মচারী নন যে তাঁদের ৯টা-৫টা অফিস করতে হবে এবং শিক্ষকগণকে বাধ্যতামুলক উপস্থিত থাকতে হবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই স্কুল-কলেজে কর্মচারীতন্ত্র চালু করতে চান না। অনেকের মতে এ নির্দেশনামার মাধ্যমে অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে করা হয়েছে সরকার পতনের বীজ বপন। উল্লেখ্য, দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক গোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং মহাপরিচালক মহোদয়া পত্রিকার মাধ্যমে আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন কি?

—অধ্যাপক এস,এম আবদুল লতিফ,
তালাইমারী, পোঃ কাজলা, রাজশাহী।